কন্যাশিশু বার্তা

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

নির্যাতনমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে সারাদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

সারা বিশ্ব জুড়ে নারীর অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠার দাবি যখন জোরালো হচ্ছে, তখনও বাংলাদেশের নারীরা ব্যাপকভাবে বৈষম্য-নির্যাতনের শিকার। নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোরই প্রতিফলন। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে নারীর প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন ও সহিংসতা রোধ এবং নারীর ক্ষমতায়নে উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। আর এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এবং এর সদস্য-সহযোগী সংস্থার আয়োজনে নানামুখী আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে গত ৮ মার্চ দেশব্যাপী উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০০৯।

দিবস উদযাপন উপলক্ষে সেদিন সকাল ১০টায় ঢাকার রমনা পার্কের শাহবাগ অংশ সংলগ্ন সড়কে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের আয়োজনে এক বিশেষ আলোচনা সভা, মানববন্ধন, পদযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'সম-অংশীদারিত্ব ও সম-সুযোগ নিশ্চিত করুন, সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান' - এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

ফোরামের সভাপতি ড. বদিউল আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় নির্ধারিত উপজেলা [illegible] প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. [illegible], [illegible], ফোরামের সহ-সভাপতি [illegible], [illegible] ড. [illegible], বাংলাদেশ টেলিভিশনের [illegible] যুগ্ম বার্তা সম্পাদক [illegible] এবং [illegible] উপস্থিত থেকে তাদের অনুভূতি তুলে ধরেন। [illegible] উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি।

এছাড়া প্রতি বছরের মতো এবারো আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'নারীর কথা-৪' বই আকারে প্রকাশিত হয়। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

সম্পাদকীয়

৮ই মার্চ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিনটি পালনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, কারণ এর মাধ্যমে নারী আন্দোলনের অতীত অর্জন প্রতিফলিত হয় এবং নারী অধিকারের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালনকারী নারীদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ তথা অবদান সামনে উপস্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য, নারীর সম-অংশীদারিত্ব ও সম-সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া ও একইসাথে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মধ্যে ইতিবাচক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

দিবসের পেছনে রয়েছে নারীদের অধিকার আন্দোলনের এক করুণ তথা গৌরবময় ইতিহাস। ১৮৫৭ সালের এই দিনে নিউইয়র্ক শহরের সুচশিল্পের নারী শ্রমিকরা সম-বেতন, [illegible] নির্ধারণ ও কর্মক্ষেত্রে সম-সুযোগ প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছিল। সেদিন মালিক শ্রেণির অমানবিক নির্যাতন শুরু হলেও পারেনি তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে দমাতে। তাই, নির্যাতিত নারী শ্রমিকদের সেই দুঃসাহসী প্রতিবাদ আজ হয়ে উঠেছে নারী আন্দোলনের দিকনির্দেশনার উৎস। পরবর্তী সময়ে নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাব অনুসারে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত নারীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দিনটি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে।

নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ ও সম-অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে সিডও, শিশু অধিকার সনদ, বেইজিং ঘোষণা, পিএফএসহ সকল আন্তর্জাতিক সনদে। বাংলাদেশও এসব ঘোষণার অংশীদার। এছাড়া নারীর প্রতি সম-সুযোগ প্রদানের বিষয়টি বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকারও বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্যি যে, সংবিধানের এই গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায্য প্রতিশ্রুতি আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে, শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন নির্বিশেষে সকল নারীই বিভিন্ন সময়ে-বিভিন্ন স্থানে-বিভিন্ন ভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে "সম-অংশীদারিত্ব ও সম-সুযোগ নিশ্চিত করুন, সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান" - এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর দেশব্যাপী উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম-অংশীদারিত্ব ও সম-সুযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে নানা প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার। আমাদের বিশ্বাস এ সকল প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা সবাই সচেষ্ট থাকব। তাহলেই দিবস পালনের উদ্দেশ্য পূর্ণতা পাবে এবং সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে।

সম্পাদনা
নাছিমা আক্তার জলি
সম্পাদনা কমিটির সদস্য
[illegible]
জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ, [illegible], মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান তাঁর বক্তব্যে বলেন, সর্বক্ষেত্রে নারীরা এখন এগিয়ে গেলেও তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে আরো অনেক দূর এগুতে হবে। এজন্য তিনি আমাদের সমৃদ্ধ অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান। এছাড়া নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, কথা বলা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আগে অনেক কিছুরই বাধা রয়েছে। একটি সমাজে আসনে স্বাভাবিকভাবেই একজন পুরুষ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, অথচ ঐ একই আসনে একজন নারী প্রতিনিধিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখী হতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি নারীদের সংগ্রাম করে এগিয়ে যাবার পরামর্শও প্রদান করেন।

নারী দিবসে শুধু অঙ্গীকার নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের অবদানের প্রেক্ষিতে নারীকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে হবে উল্লেখ করে নারী দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. [illegible] মহোদয়। তিনি বলেন, উপজেলা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এবারই প্রথম একটি নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা নিঃসন্দেহে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এলাকার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে এ সাহসিকতাকে ধরে এগিয়ে যেতে হবে ও সকল বাধা অতিক্রম করতে হবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ড. তাহমিনা হোসেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এমন একটি বিষয় যা অর্জন করতে হয় এবং দীর্ঘদিন ধরেই সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হয়। নারী নির্যাতনের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, নির্যাতন বন্ধ হলেই নারীর জন্য স্বাধীনভাবে চলা ও বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হবে। [illegible] সহ-সভাপতি অধ্যাপক [illegible] বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। নারী নির্যাতন রোধ এবং নিজেদের অধিকার আদায় করতে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে। দেশে টিকে হবে এবং দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

অতঃপর বক্তব্যে নারী দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে নাসিমা আক্তার জলি বলেন, নারীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই এই দিবসটির সূচনা হয়েছিল। কিন্তু আজো নারীর অধিকার নিশ্চিত হয় নি। সেই লক্ষ্যে আমাদের এখনো সংগ্রাম করে যেতে হবে। নারী নির্যাতনের বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এখন সর্বত্রই নারীরা এখনো ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের জীবনের সকল স্তরে তারা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, যা দেশের উন্নয়ন ব্যাহত করছে। সুতরাং দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ বৈষম্যের অবসান হওয়া জরুরি।

সভায় আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অংশগ্রহণকারীদের মুগ্ধ করে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, জাতীয় [illegible] জেলাসমূহের সদস্য শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত তুলে ধরেন। এদিন সাংস্কৃতিক [illegible] শিল্পী ফাহিমা আক্তার তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আমার মতো আর কোনো নারীকে যেন এসিড দগ্ধ কিংবা নির্যাতনের শিকার হতে না হয়।

নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানদের সম্মাননা পদক প্রদান

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদের নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের সম্মাননা জানানো হয়। সম্মাননা গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মাদারীপুর কালকিনি উপজেলার শামিমা বেগম, সাতক্ষীরা সদর উপজেলার এ্যাডভোকেট শাহানাজ পারভীন মিলি, রংপুর সদর উপজেলার নাজিরা আমান রুবি, রংপুরের [illegible] উপজেলার জাহিদা বেগম, গাইবান্ধার পলাশবাড়ি উপজেলার আঞ্জুমান আরা মিতা, কুমিল্লার দেবিদ্বারের হাসনা আখতার এবং [illegible] আফরোজা [illegible], চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার ফৌজিয়া খানম, নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার রোকসানা আক্তার, সিরাজগঞ্জের [illegible] উপজেলার [illegible] (বিউটি শিখা), নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার [illegible] ইসলাম লতা এবং সদর উপজেলার [illegible]।

ভাইস চেয়ারম্যানরা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, প্রতিযোগিতা করে জয়ী হয়ে জনগণের কল্যাণে আমরা কাজ করতে চাই। নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নয়, মানুষ হিসেবে আমাদের নিয়ে আমরা পুরুষের সাথে সমানে প্রতিযোগিতা করে নির্বাচিত হয়ে আসতে চাই, সেটাই নারী জাতির জন্য সবচেয়ে বড় সম্মান হবে আমরা বিশ্বাস করি।

নারী দিবস উদযাপনের আয়োজনগুলোকে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম গুরুত্বের সাথে প্রচার করে তুলে ধরেছে। সবকটি ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম এবং ৩০টি জাতীয় ও আঞ্চলিক স্থানীয় পত্রিকায় দিবস উদযাপনের খবর গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়েছে।

দেশব্যাপী নারী দিবস উদযাপন

কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও স্থানীয় উজ্জীবকদের আয়োজনে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দেশজুড়ে সেকুড়ি একটি জেলা, ৭৫টি উপজেলা ও ২১১টি ইউনিয়নসহ মোট ৪৩৫টি স্থানে দিবসটি উদযাপিত হয়। প্রায় ৫ লক্ষ নারী-পুরুষ আয়োজনগুলোতে অংশগ্রহণ করে। কেন্দ্রীয়ভাবে নারী দিবস উপলক্ষে লিফলেট, পোস্টার, নারী বিষয়ক বই প্রকাশ এবং বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিতর্ক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটিকা, বিনামূল্যে নারী ও শিশুদের চিকিৎসা প্রদান প্রভৃতি। আয়োজনগুলোতে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, সুধীজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক এর সদস্য, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, উজ্জীবকসহ দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সর্বস্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি জানানোর মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

কিশোরগঞ্জে ব্যতিক্রমী তথ্যমেলা

কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি কিশোরগঞ্জ শহর প্রদক্ষিণ করে। দিবসকে ঘিরে একটি উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল তথ্যমেলা। জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ২০টি সংগঠন তথ্যমেলায় অংশগ্রহণ করে, যারা নারী-পুরুষের বিরাজমান বৈষম্যকে নাড়িয়ে আসার প্রত্যয়ে সম্পৃক্ত। জেলা উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এনএম মাহমুদুল হক। দিবসের তাৎপর্য এবং নারীর অবস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়াই ছিল এ মেলার মূল উদ্দেশ্য। পশি, সমকে, কেয়ার, নাটিক, বন্ধন সোসাইটি, সাহিত্য অঙ্গনসহ সংগঠনের কর্মীদের সরব অংশগ্রহণে মেলাটি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

ময়মনসিংহে উন্মুক্ত বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা

স্থানীয় উজ্জীবক ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার আন্দোলনের আয়োজনে ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে শহরের টাউনহল মাঠে বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 'নারীর অবস্থানে পুরুষই প্রধান বাধা' – শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দুটি দলে আনন্দমোহন কলেজ এবং মুমিনুন্নেসা কলেজের শিক্ষার্থীরা তর্কযুদ্ধে অংশ নেয়। এছাড়া শহরের আরো কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিষদের আহ্বায়ক আরা ও নারী নেত্রী শিরিন রহমান।

ঢুলির বাঁচনে কটিয়াদীতে নারী দিবস উদযাপিত

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার আদর্শ বিদ্যা নিকেতনে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে নারী দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শতাধিক শিশু অংশগ্রহণ করে। এছাড়া উপজেলার লোহাজিয়া, মসিকবালী, বনিয়াগ্রাম ও আচমিতায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিবস উদযাপন করা হয়।

করিমগঞ্জে গ্রামীণ নারীদের জীবন সংগ্রামের গল্প বলার আসর

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলা কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন টিম ও স্থানীয় উজ্জীবকদের সংগঠন 'সকাল'র যৌথ আয়োজনে আশেপাশের গাজীর এই ব্যতিক্রমী আয়োজন সম্পন্ন হয়। গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের জীবন সংগ্রামে প্রবেশ এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করে কিভাবে তারা স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প বলা আসরে শতাধিক নারী উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে ৫০ জন নারী নিজের নানা দুঃখ, বাধা অতিক্রম করে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার গল্প বলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারীদের অনেকেই এ ধরনের অনুপ্রেরণামূলক গল্প শুনে নতুনভাবে জীবনযাপনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে টিভির আয়োজক সংগঠনের সচিব আমজাদ স্বপন সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন।

স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে চন্ডিপাশা ইউনিয়নে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

জেলা নেত্রকোনার সদর উপজেলার চন্ডিপাশা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

চেয়ারম্যান আবুল কাশেম মজিবরের নেতৃত্বে ও শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে র‍্যালিটি ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা সড়ক হয়ে চন্ডিপাশা বাজার প্রদক্ষিণ করে মোক্তার হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে স্ব-স্ব পরিবার থেকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া চন্ডিপাশা ইউনিয়নকে যৌতুকমুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষণার দাবি করেন।

চার হাজার নারী-পুরুষ অংশগ্রহণে জামালপুরে র‍্যালি

জামালপুর জেলার বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে 'জাগো মানুষ, নারী অধিকারে জাগো' - এ স্লোগানের মাধ্যমে কন্যাশিশু ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন জামালপুরের সর্বস্তরের মানুষ। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, সনাক, উন্নয়নসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে পৌরসভা প্রাঙ্গণে জামালপুর পৌরসভা ও জেলা প্রশাসন

কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় এ অভিমত ব্যক্ত করেন। পৌর মেয়র এডভোকেট শাহ্ মোজাম্মেল ওয়াহেদ আলী আব্দুল্লাহ সভাপতিত্বে সভায় দিবসের তাৎপর্য ও করণীয় তুলে ধরেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সভায় বক্তারা নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য, সহিংসতা আর অবিচারমূলক কাটিয়ে নারী-পুরুষকে জেগে ওঠার আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে পৌরসভা প্রাঙ্গণ থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত এক র‍্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে জামালপুর পৌরসভার সদস্য, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রায় চার হাজার নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

বাল্যবিবাহ ও ইভ টিজিং প্রতিরোধে টাঙ্গাইলের নারীরা

জেলা টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার হেমনগর ইউনিয়নে শান্তিভিত্তিক সচেতনতামূলক দিবসের প্রথম পালিত হয় নারী দিবস। দিবসকে কেন্দ্র করে ইউপি সদস্য, স্কুলের সদস্য, স্থানীয় উজ্জীবক এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের নারী নেত্রীদের উদ্যোগে স্কুলের

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বৃহৎ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অভিভাবকদের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরাও সভায় যোগ দেয় বাল্যবিবাহ রোধ ও ইভ টিজিং প্রতিরোধে নিজেদের করণীয় দিক তুলে ধরে। এছাড়া নারী নেত্রীদের বক্তব্যে পৃথিবীতে পুরুষের মূল্যায়নের বিষয়টিও আলোচনায় জায়গা করে নেয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য যোগ্যতা রাখে এবং পড়াশুনার পাশাপাশি যেকোনো কাজ করে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য বালিকা আবুলকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া জেলার ভূঞাপুরের ফলদা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আরো একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নারীর মর্যাদা অব্যাহত রাখতে কারমাইকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ণিল উদ্যোগ

ইয়ুথ এইড, হাঙ্গার প্রজেক্ট রংপুর কারমাইকেল কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা র‍্যালি, আলোচনা সভা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ মোস্তফা চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগের প্রধান মোস্তফা আলম, দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আনোয়ারা খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক রাবেয়া খাতুন। সভা শেষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে হাজারো ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে ক্যাম্পাসে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নানা পেশার মানুষের অংশগ্রহণে চিরিরবন্দরে মানববন্ধন

সকল পর্যায়ে নারীর সম-অংশীদারিত্ব ও সম-সুযোগ নিশ্চিত করার দাবিতে দিনাজপুরের ৮নং সাইতাড়া ইউনিয়ন, চিরিরবন্দরে একটি মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে ইউপি সদস্য মোছাঃ মোস্তাফিজা বেগমসহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ফতেজংপুর ইউনিয়নের উচ্চ পাশাপাশি চৌধুরীর হাট হাইস্কুল মাঠে স্থানীয় উজ্জীবক, নারী নেত্রী এবং ইউপি সদস্য মোছাঃ ... এর নেতৃত্বে আরো একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এবং কদম উইমেনকেয়ার্স ফিমেল অর্গানাইজেশন (ফিও) সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন শেষে একটি আলোচনা সভার অনুষ্ঠিত হয়।

জয়পুরহাটে উপস্থিত বক্তৃতায় নারী উন্নয়ন ভাবনা

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের যৌথ উদ্যোগে পাঁচবিবি উপজেলার ধরঞ্জী ইউনিয়ন পরিষদে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষক আব্দুর রেজাক। এছাড়া নারী দিবসকে কেন্দ্র করে বাগিচাহাট ইউনিয়ন পরিষদ, ভাদশা ইউনিয়ন পরিষদ এবং জয়পুরহাটে আবুল কাশেম ময়দানে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা সভা, র‍্যালি, উপস্থিত বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জয়পুরহাটের বিভিন্ন স্থানে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কার্যক্রমে ৬ শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে।

রাজশাহীতে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের রাজশাহী জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী বিভাগীয় শহরে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ৭ শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে নারী দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে। এছাড়া রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার চারঘাট মহিলা ডিগ্রি কলেজ হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ জহুরুল ইসলাম।

র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মোহনপুর উপজেলার মৌগাছি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে বাকশিমইল উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভা প্রাঙ্গণে। আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পবা উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা

রোকনুজ্জামান কামুলনবা। রাজশাহী জেলা সেলাসের সভাপতি জাহানুন আকুতের সভাপতিত্বে রাজশাহী বিসিক মিলনায়তনে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আরো একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সোনালী সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক মোঃ লিয়াকত আলী। এছাড়া রাজশাহী কলেজ মিলনায়তন এবং শিশু অধিদপ্তরে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক রাজশাহী জেলা কমিটির আয়োজনে দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তিন শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে বগুড়ায় মানববন্ধন

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বেগম শেফালি খাতুনের সভাপতিত্বে 'জাগরণ নারী সংঘ' (জানাস) অফিসে এক আলোচনা

সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে দুপচাঁচিয়া উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে এক র‍্যালি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তমাল দাস, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মিনা পারভীনসহ অনেকে। এছাড়া শাজাহানপুর উপজেলার জেলখানার অফিসের সামনে তিন শতাধিক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে সোনাতলী থেকে পোড়াদহ পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সিরাজগঞ্জে আড়াই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে নারী দিবসের র‍্যালি

শাহজাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নারী দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। নারী নেত্রী ফরিদাতুন

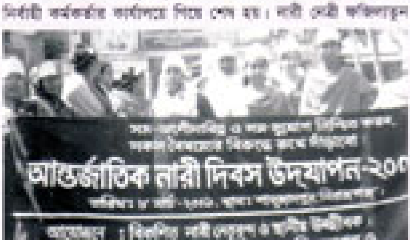

নাহারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন কামারখন্দ কলেজের প্রভাষক নাহিদা আক্তার, বিভাগীয় প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন স্তরের জনগণ। এছাড়া আরো একটি র‍্যালি কাজীপুর উপজেলার ঢেকুরিয়া থেকে শুরু হয়ে আড়াই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে চৌরাস্তা মোড়ে এসে শেষ হয়। উজ্জীবক মিজানের নেতৃত্বে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে প্রায় শতাধিক নারী ও পুরুষ।

আড়াই শতাধিক নারীর অংশগ্রহণে চাঁপাইনবাবগঞ্জে র‍্যালি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার বারোঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, টিকরামপুর ও কালিনগর ইউনিয়ন পরিষদে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

আয়োজন করা হয়। এতে পুরুষের পাশাপাশি আড়াই শতাধিক নারী অংশগ্রহণ করে।

নওগাঁ ও নাটোরে রচনা এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

গুরুদাসপুর উপজেলার খুবজীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, গুরুদাসপুর উপজেলা পরিষদ এবং নাটোর জেলা সদরে র‍্যালি ও আলোচনা সভার

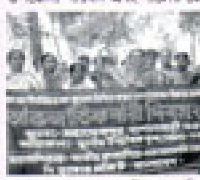

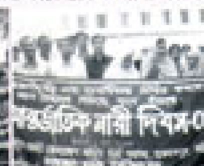

আয়োজন করা হয়। শিশুদের নিয়ে চাঁচকৈড় বালিকা বিদ্যালয়ে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন খুবজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম। আবার মহাদেবপুর ব্লকের চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চককির্তী, মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদের নাসিরপাড়া, হাতীগাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, নওগাঁ জেলা সদরের মহিলা অধিদপ্তর কার্যালয় এবং চৈতন্যবাজারের আনন্দবাজারে র‍্যালি, আলোচনাসভা এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

রংপুরে সাধারণ নারীদের সমাবেশ

রংপুরে পালিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল নারী সমাবেশ, র‍্যালি, মুক্ত আলোচনা, মানববন্ধন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা। শহীদ মিনারের পাদদেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা সেলাসের সভাপতি ইরা হক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নারী নেত্রী সাবুরা রেজা চৌধুরী, পারভিন আক্তার, শিল্পী আক্তারসহ অনেকে। সমাবেশ শেষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে। এছাড়া শহরের মুন্সিপাড়া বস্তি এলাকায় সাধারণ নারীদের নিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনার আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক রীতা সিদ্দিকী, ডা. শিশু, পারভিন আক্তার, উজ্জীবক কুলসুম বেগম ও আনোয়ারা বেগম।

ঈশ্বরদীতে নারী অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করলেন আট শতাধিক নারী-পুরুষ

পাবনার সুজানগর উপজেলার শ্যামপুর সাগরকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, বেড়া উপজেলার মাসুমদিয়া, চরনাগদাহ, ফরিদপুরের বিএলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, ফরিদপুর উপজেলা চত্বর, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ এবং ঈশ্বরদীতে শত শত নারী ও পুরুষের

অংশগ্রহণে উদ্‌যাপিত হয় এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবস। উপজেলাটির এক মতবিনিময় সভায় নারী অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করলেন শত শত সাধারণ নারী-পুরুষ।

বাগেরহাটের বেতাগা ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করার ঘোষণা

বাগেরহাটের বেতাগা ইউনিয়নের স্কুল শিক্ষক এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সকলের পক্ষ থেকে ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করার ঘোষণা দেন। এছাড়া নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নারী নির্যাতন বন্ধের অঙ্গীকার করা হয়। বাগেরহাটের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সাধারণ নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে, আলোচনা সভা, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মেহেরপুরে নারী অধিকার বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা

মেহেরপুর জেলা জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম আয়োজন করে বর্ণাঢ্য কিছু পর্বের। দিবসের শুভসূচনায় ছিল ২০০ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। এরপর মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজে আলোচনা সভা, বক্তৃতা এবং কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা ও কুইজের বিষয় ছিল যথাক্রমে 'নারীর সমঅধিকার বাস্তবায়নে পুরুষই পারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে' এবং 'নারী অধিকার'।

পোড়াদহে জারি গান আর একক অভিনয়ে নারীর জয়কীর্তন

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নে আলোচনাসভা ও র‍্যালি করেছে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম। সভা শেষে নারী দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে জারি গান, নাটিকা, একক অভিনয়, কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়। সবশেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে পুষ্টিবিদ রোকেয়া সুলতানা, পোড়াদহ কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল করিম, ম্যাক-এর নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাকসহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা জেলার আড়ংঘাটা ইউনিয়নে দুস্থ নারীর আত্মকর্মসংস্থান

নারী দিবসে খুলনা শহর, খালিশপুর থানা, দিঘলিয়া ইউনিয়নের প্রায়

১৫০ জন নারীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। স্থানীয় সংগঠন 'দিগন্ত' এর সহযোগিতায় এবং জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের উদ্যোগে [illegible] পারভীন সুমা বিনামূল্যে নারীদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করেন। এছাড়া খুলনা আড়ংঘাটা ইউনিয়নের স্থানীয় 'অধিকার' সংগঠনের পক্ষ থেকে দুস্থ নারী [illegible] মেয়েকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ছাগল প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে 'নারী শিক্ষার গুরুত্ব' শীর্ষক আলোচনা সভা

ঝিনাইদহ নারী প্লাটফর্ম, [illegible] উইভিংস এবং স্থানীয় কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে 'নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার গুরুত্ব' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা পুলিশ সুপার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, নারী নেত্রী এবং শিল্পকলা একাডেমীর শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ইয়ুথ এণ্ডিং হাঙ্গার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার [illegible] ইউনিটের উদ্যোগে হাজী আরশেদ আলী কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দিবসের উদ্বোধন, র‍্যালি, উপস্থিত বক্তৃতা এবং কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজনে যশোরে নারী দিবস পালন

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, সুজন এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (আরডিইউ) মণিরামপুরের উদ্যোগে চালুয়াহাটি বাজার থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ

করে তিন শতাধিক নারী-পুরুষ। এছাড়া চালুয়াহাটি ইউনিয়ন শাখার 'সুজন' সভাপতি অধ্যক্ষ বাদল কুমার কুন্ডুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সুজনের মণিরামপুর উপজেলা কমিটির সদস্য, শিক্ষক এবং নারী নেত্রীরা। একইদিন আয়োজনে মণিরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মণিরামপুর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাজমা খানম, পৌরসভার কাউন্সিলর ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম মণিরামপুর শাখার সভাপতি শীলা রাণী কুণ্ডু, উইভিংস মণিরামপুর

অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন 'সুজন' ঝিনাইদহপুর উপজেলা কমিটির সাবেক সম্পাদক ও আর্কিটেক্ট সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোঃ আজাদ উদ্দীন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নারী নির্যাতন বন্ধের অঙ্গীকার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে সকালে নি আনায়উদ্দিন সমীলায়তন থেকে একটি র‍্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। দুই শতাধিক নারী ও পুরুষ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালি শেষে আনায়উদ্দিন সমীলায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্ণা বসাকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিকাশীদের পরিচালক উমা দাস, নারী নেত্রী নাহিদা চৌধুরীসহ অনেকে। বক্তারা অধিকার ও সুযোগ আদায়ের জন্য নিজেরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। নারীরা দীর্ঘদিন যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তা যেন আর না হয় এ ব্যাপারে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জেলার বাইরে বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও দিবসটি গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়। এর মধ্যে সরাইল, গোকর্ণ, সুলতানপুর, চান্দুরা, নাটাইল, কালিকচ্ছ, শাহপুর ইউনিয়নের নাম উল্লেখযোগ্য।

যুক্তি-তর্কে মুখরিত রাঙামাটি

পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম, উজ্জীবক এবং স্থানীয় সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে পার্বত্য জেলার রাঙামাটিতে র‍্যালি এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে একটি র‍্যালি শহরের উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। পরে রাঙামাটি সরকারি মহিলা কলেজে আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

নরসিংদীতে হিন্দু নারীদের অধিকার রক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভা

নরসিংদীর শিউলীতলা বিদ্যাপীঠে আয়োজিত সভায় স্বামী পরিত্যক্তা হিন্দু নারীর বিবাহ প্রসঙ্গ, জমি বা সম্পদ বণ্টনে নারী-পুরুষের সমঅধিকার এবং নারী দিবসের তাৎপর্য ও ইতিহাস তুলে ধরা হয়। সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন রাহেলা। একই সময়ে রায়পুরা উপজেলায় স্থানীয় নারী নেত্রী ডা. মিলন ও দেলিনা হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা ভবনের সামনে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, হিটিজার এবং উজ্জীবকদের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া নরসিংদী মহিলা কলেজে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, নারীনেত্রী ও উজ্জীবকবৃন্দ।

গাজীপুরে কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

জেলার কালীগঞ্জ থানা, গাছা সদর, ফুলবাড়িয়ার কর্ণিমাঠের থানা

এবং থানা দুটিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন স্থানীয় নারী নেত্রী ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবকবৃন্দ। এসব আয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, থানা নির্বাহী অফিসার, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০ জন। কালীগঞ্জে র‍্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় বক্তারা কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেকে যে যার অবস্থান থেকে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

জয়দেবপুর, কাপাশিয়া ও মানিকগঞ্জে বর্ণাঢ্য র‍্যালি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জয়দেবপুরে র‍্যালি ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শফিকুজ্জামান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক বাবু মুকুল মল্লিক, মহিলা পরিষদের সাবেক সম্পাদক শাহেলা বাহারী বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা পরিষদের সদস্য আনোয়ারা বেগম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্য মোহাম্মদ হোসেন মুক্তি। কাপাশিয়া উপজেলায় ফোরাম সভাপতি হরশন আহমেদ নেতৃত্বে র‍্যালি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাপাশিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

নারী দিবসে স্থানীয় নারী নেত্রী, হিটিজার, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবকবৃন্দের উদ্যোগে মানিকগঞ্জ সদর, সিংগাইর, হরিরামপুর, সাটুরিয়া, ঘিওর, শিবালয়, দৌলতপুরী ও বালিয়াপুরের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা, র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মুন্সিগঞ্জে বিভিন্ন কর্মসূচি

জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম-মুন্সিগঞ্জ, নারী নেত্রী ও উজ্জীবকদের উদ্যোগে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ, মহাকালী ইউনিয়ন পরিষদ, বিক্রমপুরের পাইলট স্কুল, মিরকাদিম পৌরসভা, টংগীবাড়ী ইউনিয়নের আব্দুল্লাহপুর, বজ্রযোগিনী ইউনিয়ন, দক্ষিণপাড়ের মালিরপাথর বাজার মেমোরিয়াল স্কুলে র‍্যালি, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবস উদযাপন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় প্রশাসনের সহযোগিতায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি

নারায়ণগঞ্জ শহরে আলী আহম্মদ চুনকা পৌরসভা মিলনায়তনে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় প্রশাসনের সহযোগিতায় একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন নারী নেত্রী কাশিফা রহমান খানম, আনোয়ারা বেগম, রোকেয়া প্রমুখ। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এবং কল্যাণী সেবা সংস্থার আয়োজনে এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ফাতেমা মণির এবং কল্যাণী'র নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. জিএম জাফর সিদ্দিকী।

শেরপুর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও নোয়াখালীতে আলোচনা সভা ও র‌্যালি

জেলা 'সুরভী'র আয়োজনে শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে নারী দিবসে শেরপুরে আলোচনা সভা ও র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান লিটন, উম্মে কুলসুম রেনু, হাফিজুল হক ও মুক্তা বেগম। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সলেমান সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থানীয় উজ্জীবক ও ডিপিএইচ ঝিনাইদহ-এর আয়োজনে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এক র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ থানার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। র‌্যালি শেষে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ। সমাজের সকল স্তরে নারীর সমঅধিকার সুনিশ্চিত করলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে মত দেন অনুষ্ঠানের বক্তারা।

নারী দিবসে নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, উজ্জীবক এবং স্থানীয় সংগঠনের যৌথ আয়োজনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ি ইউনিয়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও এনার ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এবং উজ্জীবক, নারী মৈত্রী ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। শ্যামনগরের কৈখালী গ্রামে আরো একটি র‌্যালি এবং সে এ আদর্শ গঠিত মানুষদের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এছাড়া কুমিল্লা জেলার লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, চান্দিনা, মনোহরগঞ্জ, সোনাগাজী, অন্যদিকে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এবং স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে র‌্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য উদ্যোগ

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের এ সকল আয়োজনের পাশাপাশি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সদস্য সংগঠন এশিয়া সাসটেইনেবল ফাউন্ডেশন (এএসএফ), টিএমএসএস, ভৈরবীয়া, নারী মৈত্রী, এসিস্ট্যান্স ফর স্লাম ডুয়েলার্স (এএসডি), ইউএসসি কানাডা, ইয়াং উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন (ওয়াইডব্লিউসিএ), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ওয়ার্ক নেটওয়ার্ক, টিচ বাংলাদেশ (হেলথ এডুকেশন এন্ড ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট), সেবক সংগঠন, অর্থ ফাউন্ডেশন, লাইফ এসোসিয়েশন, আরডিআরএস, সুরভী, ইন্টারভিডা বাংলাদেশ, বিডিপিসি, পদক্ষেপ, সুন্দরজী, ব্রিজ ট্রাস্ট, কারিতাস, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বিসিডিজেসি, সেন্টার ফর উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট (এসিডি), একশন এইড বাংলাদেশ, উদ্দীপন, কারিতাস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, প্রান বাংলাদেশ, আঙ্গিনা আরো বেশ কিছু সংগঠন দেশের বিভিন্ন স্থানে দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। আঞ্চলিক পর্যায়েও ফোরামের সদস্য সংগঠনসমূহ ব্যাপক কর্মসূচি সফলতার সাথে সম্পন্ন করে।

ফোরামের সহযোগী সংগঠনসমূহের কিছু কার্যক্রম

'আমরাই পারি' শিরোনামে ১,০০০টি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করলো নারী মৈত্রী

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে ফোরামের নির্বাহী কমিটির সদস্য সংগঠন নারী মৈত্রী 'পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন' এবং 'কন্যা ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, নারী-পুরুষ একসাথে' এ স্লোগানগুলোর মাধ্যমে 'আমরাই পারি' ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য ২১ দিনব্যাপী ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমাদের সমাজকে ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ পরিবর্তনকারী সচেতন মানুষ তৈরি করা ও ছেলেমেয়েদের চিন্তার পরিবর্তন সাধনে সঠিক উপকরণ ও তথ্য সবসময়তে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

ক্যাম্পেইন কর্মসূচির অধীনেও বস্ত্র প্রচারণা কার্যক্রম, র‌্যালি ও সমাবেশ, সচেতনতামূলক সভা, স্বাক্ষর ক্যাম্পেইন, ঢাকা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্লোগান ও ব্যানার লিখন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নারী পুরুষের মধ্যে ভিডিও শো-র মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও মতামত নেয়া, কমিউনিটি পর্যায়ে দিবস সম্পর্কে সভা করা হয়। সর্বমোট ১,০০০টি ক্যাম্পেইন কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এ সকল কর্মসূচিতে সর্বমোট ৪,৪০৫ জন অংশগ্রহণ করেন। নারী ২,২৮৮ জন এবং পুরুষ ২,১১৭ জন।

নানামুখী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'সুরভী'র আয়োজনে পালিত হলো নারী দিবস

ফোরাম সদস্য সুরভী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০০৯' উদ্যাপন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‌্যালি, জনসমাবেশ, আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কমিউনিটি মহিলা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, পৌরসভার কাউন্সিলর, স্থানীয় যুবক, যুব মহিলা, সাংস্কৃতিক কর্মী, বেসরকারি সংগঠনের কর্মকর্তা, কর্মচারি, কমিউনিটি এ্যাকশন গ্রুপ (TAG) সদস্য, সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (CMC), স্থানীয় সাংবাদিক প্রমুখ। প্রায় ১২ হাজার নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে মোট ১০৯টি স্থানে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

নারী দিবসে ইয়াং উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (ওয়াইডব্লিউসিএ)-এর বর্ণিল আয়োজন

নারী দিবসের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ওয়াইডব্লিউসিএ-এর বছরব্যাপী ছিল নানা কর্মসূচি। ওয়াইডব্লিউসিএ-এর ১৫টি শাখা স্থানীয়ভাবে দিবসের প্রতিপাদ্যকে বাড়ী ঘরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে নিজ শাখা এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে র‍্যালি, মুক্ত আলোচনা এবং সমাবেশের আয়োজন করে। বাসাবাড়ি শাখার উদ্যোগে বাইসাইকেল-মোটর সাইকেল র‍্যালি ও বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়ে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে সচেতনতামূলক প্রচারণা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এছাড়া নারীর অধিকার, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য মজুরির প্রভৃতি বিষয়ে টক-শো, সেমিনার, লিফলেট বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিবস উদ্‌যাপনে ওয়াইডব্লিউসিএ-এর বিভিন্ন প্রজেক্ট কর্মীর নারীরা 'জীবন থেকে দু'টি কথা' শিরোনামে তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। 'আমার জন্যে ছিল এ দেশ...', 'আলোর মিছিল-এ যার যার কথা' নারীর জীবন সংগ্রামের এ সকল চরম সত্যের জীবনাখ্যানগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় ওয়াইডব্লিউসিএ পক্ষ থেকে।

এ সকল কর্মসূচির পাশাপাশি ওয়াইডব্লিউসিএ প্রতিনিধিরা জাতীয় মহিলা পরিষদ, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এবং এএলআরডি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে বৈষম্যহীন সমতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমান মজুরি নিশ্চিত করা, নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনা ও র‍্যালিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশ ওয়াইডব্লিউসিএ নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রজন্ম উপযুক্ত পরিবেশের নারীর সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার নিশ্চিতকরণই ছিল ওয়াইডব্লিউসিএ'র বছরব্যাপী দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য।

হীড বাংলাদেশ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনে হীড বাংলাদেশ'র বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, নাটক ও আলোচনা সভা। মৌলভী জেলার ১২টি স্থানে টিএনও এবং উপজেলা মহিলা কর্মকর্তাগণের উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দিনাজপুরের ৪টি, খুলনা জেলার ২টি কুড়িগ্রাম জেলার ১টি, চট্টগ্রাম জেলার ৩টি এবং সিলেট জেলার ২টি স্থানে নারী দিবসে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩,২০০ জন।

নারী দিবসে এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন (এএসএফ)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনে এএসএফ সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল ৪টি চ্যানেলে বিশেষ প্রচার, ১২টি জেলায় এসিড সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য পুরুষ সমাবেশ এবং রাজশাহী, কুমিল্লা, দিনাজপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, ফেনী, পাবনা, নাটোর এবং মেহেরপুরে সচেতন সম্মেলনের আয়োজন করা।

এডিডি ইন্টারন্যাশনাল (এডিডি) এর আয়োজনে বিশেষ আলোচনা

এএসডি আইডিপিডিএস-এর প্রকল্পের আওতায় পালন করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর নজরুল ইসলাম, ও কিশোরী শিক্ষার্থীর উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব এমএ করিম। এছাড়া বক্তব্য রাখেন নজরুল ইসলাম-এর সহধর্মিণী এবং আত্মনির্ভরশীল দলের সদস্য মহিলা।

দিবসের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এডভোকেসি ফোরামের সদস্য হাসান, এসএমসিবি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব হাবিবা বেগম, কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেদিনও আকবর প্রমুখ। বক্তারা নারী দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে নিজ এলাকার নারী নির্যাতনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং

হাল সংস্থাগুলোর জন্য প্রতিটি এলাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সঠিক প্রতিবেদন তুলে ধরতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমাদের সীমাবদ্ধতা ও অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির প্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

সমাবেশের পথ তৈরির করেন। এছাড়া আটি মার্চের প্রেক্ষাপটে মূল দিবস না হওয়ার বিষয় এবং নারী নারী করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তারা। অনুষ্ঠানে কর্মএলাকার নির্বাচিত কমিটির সদস্য, সভা কমিটির সদস্য, আত্মনির্ভরশীল দলের সদস্য, এলাকার কিশোর-কিশোরী এবং অভিভাবকসহ প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ২৮টি জেলায় নারী দিবস উদ্‌যাপন

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন দিনব্যাপী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্ম এলাকায় বিশেষ আলোচনা সভা, র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জাতীয় পর্যায়ে মিশন ঢাকায় জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের নেতৃত্বে র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। মিশনের উদ্যোগে দিনব্যাপী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মোট ২৮টি জেলার ৭৬টি উপজেলার ২,৫১০টি স্থানে বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মোট ৭৩,৭০৫ জন নারী ও পুরুষ। বিশেষ আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, নির্বাচিত প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণ।

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলায় ৪৬৫টি, বরগুনা জেলায় ৩৫১টি, জামালপুর জেলায় ৪৩৫টি, ঢাকা জেলায় ৩৮৭টি, যশোর জেলায় ৯১টি এবং রংপুর জেলায় ২০৪টি স্থানে দিবস উদ্‌যাপনে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিবস উদ্‌যাপনে ২৮টি জেলায় একটি করে অঙ্গীকার করা হয়। অঙ্গীকার পূরণে সকলে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

দেশব্যাপী নানা আয়োজনে নারী দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সমতার বাংলাদেশ গঠনে এসব উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার এ কার্যক্রমগুলো বাংলাদেশকে আগামীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র সকল আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও জেলা কর্মকর্তা, এডভোকেসি ফোরামের সহযোগী ও সদস্য সংস্থার সহায়তায় প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুত করেছেন সহকারী রানী দাশ

কন্যাশিশু বার্তা ■ সংখ্যা - ৫ ■ বর্ষ - ১ ■ প্রকাশকাল: মার্চ, ২০০৯ ■ প্রকাশনা সহযোগী, পার্টিসিপেশন ইউনিট, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ ■ মুদ্রণ: [illegible] [illegible]